সমকাল

তারিখ 06 SEP 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

# কল্যাণকামী শিক্ষক

## ড. মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ

স্মরণ

নোমান ভাই বড়মাপের মানুষ ছিলেন, কিন্তু সহজ-সরল নিরহঙ্কার আবরণে তিনি নিজেকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন যে, যারা তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তারা আসলে তাকে দেখতেই পাননি। তার মাঝে একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল- সহজেই মানুষকে কাছে টানতেন তিনি। একটা পর্বতে দাঁড়িয়ে যেমন পর্বতের উচ্চতার পরিমাপ করা যায় না- পর্বতকে তার পূর্ণ মহিমায় দেখতে হলে যেমন দূরে সরে আসতে হয়, নোমান ভাইয়ের বেলায়ও হয়েছে ঠিক তাই। জীবদ্দশায় আমরা তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই তার মহত্ত্বের কথা সজ্ঞানে ভেবে দেখিনি। আজ মৃত্যু তার আর আমাদের মাঝে যে দূরত্ব রচনা করেছে তার ফলেই সম্ভবত তাকে দেখছি তার মহত্ত্বের পরিপূর্ণ মহিমায়।

মোহাম্মদ নোমান

নোমান ভাই পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পেশাগত জীবনে, নিজের কথা ভাবার সময় ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর একটি বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব তিনি তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। তিনি এবং তার সুযোগ্য সহধর্মিণী মোসলেমা নোমান এই বৃহৎ পরিবারটিকে নিজেদের পক্ষপুটে লালন করেছেন। অন্যদিকে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। শুধু শ্রেণীকক্ষে নয়, বাসভবনেও ছাত্রদের পাঠ সম্পর্কিত এবং পাঠবহির্ভূত বিষয়ে আলোচনার জন্য সময় দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষা যখন মার্কেট ইকোনমির আবর্তে একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে তখন একজন কল্যাণকামী শিক্ষকের এই নিঃস্বার্থ নিবেদন সম্ভবত কল্পনা করাও দুরূহ। অনেককেই শিক্ষক জীবনের বঞ্চনার কথা ভেবে আফসোস করতে দেখেছি কিন্তু তার মুখে শিক্ষকতা পেশা নিয়ে অভিযোগ শুনিনি। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে তার ছিল বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপক এলাকায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ইংরেজি, বাংলা, ফরাসি, রুশ, মার্কিন, প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের ক্ল্যাসিকগুলো সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্বচ্ছ। সাহিত্যালোচনায় তাই তার সংবেদনশীল মনের পরিচয় পেয়ে শ্রোতা অতি সহজেই মুগ্ধ হতেন। তার হাজার হাজার ছাত্র নিশ্চয়ই এ কথা প্রত্যয়ন করবেন যে, তিনি শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অতুলনীয়।

অনুজপ্রতিম সহকর্মীদের সঙ্গে সহজে মিশবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। আমি সরাসরি তার ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠীদের অনেকেই ঢাকা কলেজে তার ছাত্র ছিল। সে অর্থে আমিও নিজেকে তার ছাত্রই ভাবতাম। কিন্তু কেন জানি না নোমান ভাই আমাকে কোনো দিন 'তুমি' বলে সম্বোধন করেননি। অনেকবার বলেও দেখেছি, কোনো ফল হয়নি। অথচ তার সে 'আপনি'র মাঝেও ছিল একটা নিবিড় আত্মীয়তার আমেজ।

নোমান ভাইয়ের জীবনে ঢাকা কলেজ একটা বিরাট অধ্যায়। এখানেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে এ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং স্বল্পকালের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত হন। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে তিনি শিক্ষকতায় একুশে পুরস্কার লাভ করেন। নোমান ভাইকে এই সব গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও কোনো দিন বন্ধুবাৎসল্য বিস্মৃত হতে দেখিনি। এ দেশের নেতৃত্ব তৈরির পেছনে নোমান ভাইয়ের অবদান অসামান্য। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অনেকেই তার ছাত্র। তিনি তার অসংখ্য ছাত্রের মাঝে বেঁচে আছেন- থাকবেন। আমরা যারা তার সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছি, তাকে দেখছি এক নতুন উপলব্ধির আলোয়- যে আলো ক্রমেই উজ্জ্বল হবে। কিংবদন্তির মর্যাদায় অভিসিক্ত হবেন তিনি। জাতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

• শিক্ষাবিদ